প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৬

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু

স্মরণীয়েষু

আকাশময়, আকাশময় শরীর কার ছড়ানো ?
যে আছে তার গল্প যদি কখনো শেষ হয় -
তাহ'লে পুঁজি কী থাকে আর
বেসাতি চোকে রূপকথার,
করুণ সেই সময়টার ব্যর্থ প্রহসন
ভূমিকা নিয়ে দশকের দেখতে যদি হয়
তাহ'লে এই মাটির ঘরে বিকেলে বধূ যে-টিপ পরে
গোধূলি-সোনা যে-আলো মাখে মুখে—
যে-কামরাঙা শাড়ির ভাঁজে
বুকের মাঝে, দেহের খাঁজে
যে-সব কথা লুকানো থাকে তার
আসব নিয়ে জন্ম হ'লো যে-সব কবিতার,
আমার এই গানের ডালি তা দিয়ে যাবে ভরানো।

আকাশময়, আকাশময় সে আছে আজো ছড়ানো
মাটির প্রেমে আসবে নেমে এমন যদি হয়
তাকেও ছোটো মাটির ঘরে দিব্যি চলে ধরানো।
আকাশে আর মাটিতে সেই নিগূঢ় পরিণয়
জীবনভর পরের পর তারি তো গান গাই—
নতুন নয়, ঘুরোনো সেই পুরোনো কথাটাই।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ১৩৫৮ সাল থেকে ১৩৬৫ সাল পর্যন্ত যে-সমস্ত কবিতার প্রকাশ-কাল তাদের মধ্যে থেকে বাছাই ক'রে এ-বই করা হ'লো। এদেরই সমসাময়িক আরো যে-সব কবিতার স্থান কোনো-না-কোনো কারণে এ-বইয়ের মধ্যে করা গেলো না তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পৃথক্ কোনো বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবার অপেক্ষায় রইলো।

—বি. ব.

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

অবতামসী, আবার রাত্রি—২৲
কবিতাভবন

নিরন্তু নির্ঝর ৩৲
শতভিষা প্রকাশনী

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী

আকাশিনী ও মৃন্ময়ী

দুপুরের মরু হাঁক দিলো যেই—বিকেল-বন্যা এখনো দূর!

চান-করা-চুল শুকানো দুপুর থেকে ব'লে ওঠে অগ্নি সে—
সে-বানে তখন ভাসবে কে?

কথাহারা বুকে কথার ফোয়ারা মুক্ত হয়
ওঠে নিরন্ত কথার সুর—
'ঊর্ণার মতো চুল যার আর চিন্তার মতো পাকানো জট
বন্যার মতো উচ্ছল যার দেহের ঘট
বিকেল-বন্যা সেই কন্যার ভাসাক মুখ।
আলো-বন্যার স্বর্ণিল সেচে ভিজোক বুক।
কনে-দেখা-আলো সে-কনের মুখ ধুইয়ে দিক
আলোকে ও গানে হাসিয়ে ভাসিয়ে আভাসিত ক'রে দিক হৃদয়
রোদের দস্যু সেই শুনে হ'লো বিবর্ণ-হওয়া হলুদ পট···
দুপুরের রোদ ম'রে প'ড়ে থাকে নির্নিমিখ!
জানলাপ্রান্তে কী কথা জানতে চুপিচুপি হাওয়া বিকেল বয়!

বৈকালী-চুল-বাঁধা-আরশির সামনে দাঁড়িয়ে বললো সে—
'এখন তাহ'লে হাসবে কে?'
উত্তর হ'লো—'হাসো তুমিই।
ভোরের আভায়ও হাসো তুমিই,
বিকেলের বানে ভাসো তুমিই,
রাতকেও সম্ভাষো তুমিই,
তপ্ত নিদাঘে শ্বসিত তোমারই বুকের শ্বাস—
মুখভার হ'লে মনে হয় মেঘ,
ঝঞ্ঝা সে যেন আহত আবেগ,
অশ্রু দেখলে মনে হয় বুঝি শ্রাবণ মাস!

সেই তুমি!
যে আছে ছড়িয়ে
গিয়েছে ছাড়িয়ে
আকাশ-পৃথ্বী যার ব্যাপ্তির লীলাভূমি।'

চিন্তাচারিণী

কতোদিন কতো ঠাঁই খুঁজে খুঁজে হাওয়ার বালক
পেয়ে গেছে স্মৃতি-কণা তুচ্ছ নয়, একটি পালক—
সেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে একা একা ভেবেছি অনেক
ভাবনার ঊর্ণাজাল মনে হয় তোমার অলক
ঢেকে ফ্যালে চরাচর, স'রে যায় চকিতে ক্ষণেক

সব আবরণ; রঙে ঝিলিমিলি রোদের সকালে
মুখ-ভরা হাসি-খুশি সে কি তবে তুমিই পাঠালে?
ঊর্ণা-চুল, আলো-হাসি, স্পর্শ পাই—তুমি কি এলে না,
ক্লান্তিভরে বসলে না শূন্য পিঁড়ি মনের চাতালে?
আমাকে করলে তুমি খেয়ালের এ কোন খেলেনা!

আমার দুপুরে কতো তোমার নূপুর গেছে শোনা
সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁর স্বরে সাড়া পেয়ে হ'য়েছি উন্মনা
রাতের বুকের 'পরে কী নির্জন তোমার নিশ্বাস
পড়েছে; আসোনি তুমি একথা যে হয় না বিশ্বাস।
চিহ্ন তার গেছে ধুয়ে শাদা জলে আকাশগঙ্গার
কূলে কূলে মিছে সে কি চাঁদ জ্ব'লে হতেছে অঙ্গার?

দিনের, রাতের, প্রেমের কবিতা

দিনের থেকে দিনকে নিয়ে রাতের বুকে সুখে
হে প্রিয়তমা, যেখানে জমা রাখো—
তারি কি সুর, তারি কি গান,
তোমাকে যতো দিয়েছে মান ?
সে-মানে অনুরাগের মধু দিয়ে কি চুলে মাখো ?

রাতের থেকে রাতকে নিয়ে দিনের বুকে সুখে
হে প্রিয়তমা, যেখানে জমা রাখো—
তারি কি আলো, তারি কি হাসি
তোমাকে আজো করেনি বাসি ;
—সে তাজা হাসি-ফুলের ভারে প্রাণের সাজি ঢাকো ?

রাতের চেয়ে যে-রাত আছে
ফেনিল কালো চুলের কাছে
দিনের চেয়ে যে-দিন আছে
তোমার হাসিমুখে—
প্রেমের চেয়ে যে-প্রেম আছে
দিনে ও রাতে সেই তো বাঁচে
মরণহীন মাধুরী নিয়ে বুকে।

হাসি তবু হ'লো ইতিহাস

যে-হাসি ছিটিয়ে দিয়ে নদীর প্রলাপে
ঢেউগুলি রাতদিন কাঁপে
সে-হাসি তোমার ঠোঁটে ছলনায় বলে—'ভালোবাসি।'
বহু প্রতিযোগী প্রশ্ন ওঠে নিত্য ক্রূর অপলাপে
মন ঘাঁটে ধোঁয়া-ধোঁয়া সংশয়ের রাশি।
ক্রমাগত বলে—কই? বলো তবে? বলো, বলো, বলো-
শুনে শুনে নদীজল আরো যেন হ'লো ছলোছলো,
নদীতীর চিরে-চিরে শোনা গেলো তরঙ্গিত হাসি।

অনেক বর্ষার স্বর নিঃশব্দে ঝরিয়ে
করুণ কেয়ার ঝোপ সাবধানে সরিয়ে
খুঁজে খুঁজে পেয়েছি যে সংশয়ের সুনীলা নাগিনী
বলেছে সে—সুনিশ্চিত ক'রে কই আজো তো জানিনি
হাসি তা কি? ছিলো বাকি যতো কিছু
শেষ ক'রে কান্নার চরম রাগিণী
পেরিয়ে অনেক পথ, অশ্রুর সমুদ্র উৎরিয়ে
আছে যে হাসির দ্বীপ বেদনার নামান্তর ব'লে যাকে চিনি।

অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় তারপর কেটে গেছে দিন
মেঘ ফেটে হাসি ফোটে
ভাদ্রের রামধনু আর বার হয় যে রঙিন।
ব্যথা তো পেয়েছি ঢের, কেঁদেছিও অঢেল কান্না
হেন দুঃখ পাইনি তো যার সঙ্গে দেয়া চলে
অরুন্তুদ এ-হাসির কিছুটা তুলনা—
দিয়েছে যা এ-জীবনে মুহূর্তের মুখে চিরকালের আভাস
শাশ্বত, ক্ষয়ব্যয়হীন।

ইতি নেই যে হাসির এ জীবনে তবুও যা
বার বার হ'লো ইতিহাস ;
প্রতিশ্বাসে সমীরিত সে-হাসির পরিমল
মনে, প্রাণে, অস্তিত্বে বিলীন।

বিবর্ণ বিকেল

জান্‌লার ধারে যখন দাঁড়াও আনমনা মন মেলে দিয়ে
অভ্যাসমতো বৈকালী মোহে ; সোনালি ছিটিয়ে মুখে আভার
আগের দিনের বিস্ময় নিয়ে এ-অপরাহ্ন তোমাকে আর
ছাখে না ; যখন অবেলার ঘুম সেরে নিয়ে
জান্‌লাটি খুলে তুমি যেই চাও সূর্যমগ্ন পশ্চিমে ;
বিস্মিত চোখে এ-অপরাহ্ন তোমাকে আর
স্বাগত করে না ; যেহেতু শরীরে ভরা জোয়ার
স'রে আসে ক্রমে সময়-ধর্মে তীক্ষ্ণ রেখারা হ'লো ঢিমে।

তবু আজো তুমি ভাঙা-বেণী আর রেখা-বিদীর্ণ শাড়ি নিয়ে
শিথিল দু'হাতে জান্‌লার গ্রিলে ভর দিয়ে
কী যে চাও আর কাকে পাও দূর নিঃসীমে
সে তুমি কোথায়, যাকে খুঁজে ফেরো স্মৃতি-সমুদ্র পার ?
কোন কিশোরীকে সাজিয়েছে প্রেম বিকেলের রং দিয়ে
তা' দেখেই বুঁদ এ-অপরাহ্ন, তোমাকে ছাখে না আর।

কথারা ঘুমোলে পর

তাহ'লে কথার চেয়ে আরো ঢের নিরিবিলি
কথাকল্প আছে—
সন্ধ্যার দেহলীপ্রান্তে
মুখোমুখি বসবার আনাচে-কানাচে ;
ইশারার চোখে চোখে কথনের অনুকল্পে
তারি গল্প হোক সখি, তারি গল্প বলো।
প্রণয়-পিপাসা-পাত্রে উছলাক মাধবীর মাধ্বী ঢলো ঢলো !

হাসির ঝিলিক-লাগা আঁধারের বুক থেকে
বিগলিত উর্ণালক, কথা-কওয়া চোখ,
দূরাগত গুঞ্জন
মনে ধরা-দেওয়া মন
হাতে বাঁধা দুটি হাত একান্ত কোলের কাছে
আঁধারের অনুবন্ধ যাচে।

কথারা ঘুমোলে পর শেষে তো আছেই ঘর
আরো ঢের নিরিবিলি কথাকল্প আছে
স্পর্শস্ফার-মগ্ন মনে চোখে চোখে ইশারায়
তারি গল্প বলো সখি, তারি গল্প হোক।
প্রণয়-পিপাসা-পাত্রে পেয় বিন্দু শেষ হোক
মাধবীর মাধ্বী ঢলো ঢলো !

চেনা ও তনুর তীর্থে অভিসারী রেখা-পথে
মিলুক না উদ্ভাসনে, আলোকনে, মনোরথে
প্রথাসিদ্ধ সে-প্রতন প্রেমের ত্রিলোক।
কথারা ঘুমিয়ে গেলে সেই গল্প বলি শোনো,
তারি গল্প হোক ॥

বিষণ্ণ বৈশাখী

অগ্নি-ঝরা আকাশের সীমার ললাটে
মনস্বী বৈশাখ নিত্য কবিতার পোড়া পাতা
আপন খেয়ালে পুন রেখে যায় লিখে !
মাথায় গামছা বেঁধে গ্রামীণ পথিক কেউ রৌদ্র-দীর্ণ মাঠে
বুকে তৃষ্ণা, চোখে মরুমোহ নিয়ে হাঁটে
ব'সে ব'সে দেখি হয় সময় সৎকার
প্রহর পুড়ছে ধু-ধু শব্দ শুনি তার।
বালুকার মতো ক্ষণ ঝ'রে যায় বিস্তর ঘটিকা-নিরিখে।
ঝলসিয়ে মাঠ, মন, বৃথা অনুচিন্তন—প্রহর পুড়ছে দিকে দিকে !
আবহমানের মাল্য কে যেন গেঁথেই চলে
সন্ত-সন্ত ফুটে-ওঠা মুহূর্তপ্রসূনে
তা' থেকে কে ফেলে দেয় সাবধানে গুনে
মুহূর্তের শুষ্কপর্ণ—গতদিনকার গ্লানি—বাসি ফুলটিকে !
অণুরা উত্তাপবাহী চোখের সমুখে যারা ঘোরা-ফেরা করে
রৌদ্রে ক'রে ভর।
ধরিত্রীর অন্তস্তলে দগ্ধ কোন স্বর কাঁদে—দীপক মর্মর ?
এ-সব রৌদ্রাণুগুলি কী ক'রে যে এসে এসে জমা হয় বুকে—
এ-প্রাণ আশ্রয় করে অজ্ঞাত চুম্বকে ?
দিক্ জ্বলে, মাঠ জ্বলে তবু এক শীর্ণ ছায়া
কাছের দিঘির জলে ভাসে—
দিনের দহন থেকে চুপি চুপি প্রাণে কিছু ধোঁয়া উঠে আসে !
অন্তরের অন্তরাল পুড়ে যায় জ্বরে
বিকিরিত তারই তাপ দিকে দিগন্তরে।

সারাদিনমান ধ'রে কী যেন প্রত্যাশা পোড়ে
বিনিঃশেষে ক্ষয় হ'য়ে তবু যায় না তো
অন্য আরো প্রত্যাশায় গর্ভবান হ'য়ে ওঠে মুহূর্ত সতত।

কাছে-পাওয়া ছবি পোড়ে ; পোড়ে কতো দূর দূর কথা
পুড়ে যায় স্নেহধারে ধোয়া নীরবতা।
এ ঊষর সময়ের ঘরে
কপাল জুড়ানো কোথা সেই হিম হাত ?
মনের ঊষরে ঝরা কেতকীবাসিত জল ঝারির প্রপাত ?
বল্গাহীন অগ্নিঝড় হা হা ক'রে ছোটে—
জ'মে ওঠে চারিদিকে বিতত অলাত।

কে পোড়ায় দিনগুলো
দিনের আধারে যতো সঞ্চিত সম্পদ্ ?
কে জ্বালায় পর্দা ফেলা স্মৃতির জগৎ ?
তিলে তিলে গ'ড়ে-তোলা মূর্তি ভাঙে কে যে
আলিঙ্গিত বীণাতন্ত্র ছিঁড়ে খুঁড়ে চ'লে যায় বীন্‌কার সেজে ?
আর্ত আহত স্বরে প্রশ্ন করি—কী তোমার নাম ?
বুকে যেন কাঁটা বেঁধে কান্না ওঠে বেজে
অনুতাপ ব'লে একে শেষকালে ঠিকই চিনলাম।

যদিও এ বেশ জানি কেউ আসবে না,
শেষ হ'য়ে যাবে যতো সময়ের গোনা ;
তবুও অঙ্কুর এক জেগে ওঠে প্রাণের প্রাঙ্গণে
তাকে আশা নাম দিয়ে তৃপ্তি পাই মনে
অঙ্কুর পল্লব হয়, পল্লবিত হলো বরাভয়
ছোটো আশা দিলো কিছু সান্ত্বনার ভাষা
বেজে যেন ওঠে মনোময়—
প্রতীক্ষা চকিত ক'রে হলো কার আসার সময়
কান পেতে শুনে ছাখো, শুনবে সহসা
সে কার আসার কথা বাতাসের বাসায় উচ্ছ্রিত।
তবুও এলো না কেউ তাই দীর্ঘ প্রহরের মুহূর্ত মূর্ছিত ॥

আষাঢ়ের দিবাস্বপ্ন

বিশ্রাম-মধ্যাহ্ন-প্রান্তে এক ছুটে এসে
দম নেয় হরিণ-সময়।

সূর্যদাহে দিন জ্ব'লে ওঠে—
আকাশ-পিপাসু প্রাণ বুকের পাঁজরে মাথা কোটে
বর্ষণ এখনো দূর, জল যাচে তৃণদারুচয় ;
একটি মেঘের পারাবত
সুদূর ঈশান-কোণে মেঘদূত হয়।
একটি মেঘের পারাবত
পাখা ঝাপ্‌টায় মনোময়।
একটি মেঘের পারাবত
দৃষ্টির সীমা ছেড়ে হ'য়ে গেলো দূর—
দু' পাখায় বাঁধা সপ্ত স্বরের ঘুঙুর !
একটি মেঘের পারাবত
ঠোঁটে যার অলকার নায়িকার বিরহের চিঠি।
কে প্রাণ নাচায়, কেন গান গেয়ে উঠি ?
স্মৃতিপুষ্পলাবী এ-প্রহর
আলো-হাওয়া-মেঘ-ছায়া-ভারে মন্থর।

হাওয়া বয় ঝিরঝির জাফ্রির কোলে
ঝরোকায় মাথা খুঁড়ে হাহাকার তোলে—
ধোঁয়ার পবনদূত দাঁড়িয়েছে কাছে
প্রাণে তার বহু কিছু বলবার আছে—
কী খবর কোথাকার কোন সে প্রিয়ার
কাজলিত কিশোরিকা দিঠির দীয়ার !
ভাষাহীন নতমুখে দুটি চোখে শিখাহীন মেঘেলার আলো—
ওড়নার মেঘ-রং বাতাসের হাত দিয়ে সেই কি পাঠালো ?

আশৈশব চেনা ঘড়ি—তারি দুটি ছোট কালো হাত
ভাবতে অবাক্ লাগে,
কী ক'রে যে ধ'রে রাখে অগণিত মুহূর্ত-প্রপাত!
দুয়ার রয়েছে খোলা; কড়া কি নাড়লো কেউ? কেউ নয়, নয়।
ও শুধু হাঁটছে হাওয়া
চ'লে যেতে ফেলে-যাওয়া
টুকরো টুকরো স্মৃতি হারাবার ভয়।
চুপ, চুপ, মন!
দূরে দূরে শোনো কার মৃদু উচ্চারণ!
বাতাসের কথা ফোটে—
সময়-হরিণ ছোটে
মাড়িয়ে গহন মহাচেতনার বন—
কল্পিত তুরীয়েরও সীমা পার হয়।
আঁধির আঁধিতে ওড়া ধূলি আর ধূম।
ভেসে গেছে সুবিস্তীর্ণ হাওয়ায় হাওয়ায়।
এই যে ঝিমিয়ে-আসা দুপুর নিঝুম
মেঘের মন্থর ক্ষণ ছায়ায় পোহায়!
রোদের প্রহর আজ কী অবাক্ মেঘদূতময়!

অভিনয় তৌর্যত্রিক : ঝড়ের আগে

সাজবেই বুঝি বিকেলের মেয়ে
পর্দা তুলছে গ্রীন্-রুমের
এখনো ক'দিন দেরি আছে বুঝি মন্‌সুনের ?
জ্যৈষ্ঠ-শেষের এত উত্তাপ
পোড়ায় না আদি রক্তের পাপ
প্রথাভীরুতায় মিছে পরিতাপ
স্মরগরলের খণ্ডনের।

এখনো রয়েছে যতোটুকু আলো
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
অঞ্জলি ভ'রে যতো সোনা ধরে
আরো যতোখানি উপচিয়ে পড়ে
সে-নির্ঝর

রূপ-বিলেখনে বিচিত্র জলদর্চি-মেঘ
তা' দিয়ে বানাও অঙ্গলেপ
স্পন্দিত আলো অস্ত আকাশে
সদ্য গা-ধোয়া শ্লথ বেশ-বাসে
হানুক ঝড় ;

দিগন্তছুট ঝড়ের বেগ আনত হোক
পড়ুক অঙ্গে ঈভার আদিম অভিক্ষেপ
দেহ-যষ্টির শাড়ি-বেষ্টনে উন্মীল হোক
অনন্তর।

উড়ে চ'লে গেলো ডানা মেলে তার প্রয়াণ
রাখবে কি কোনো নিত্যকালীন অভিজ্ঞান
বিশদ কিংবা দুরধ্যয়

বাঁধা এ-মঞ্চে মালঞ্চ মধু   জাগায় ভ্রম
সে-অভিনয়—
সে-অভিনয়ের   যে-সব ক্রম
শুরু ক'রে দিয়ে বাঁধা-ধরা খাতে
গান গেয়ে ওঠে এ-সাজঘর।

এখন যদি বা আসেই ঝড়, আসুক ঝড়, দুঃখ কী?
এখন যদি বা ভিজে মাটি ছাড়ে ঘ্রাণাতিরেক।
তা' নিয়েই এসো বোশেখি মেঘ
তা' দিয়েই বাঁধো মেঘেলা চুল
তা' দিয়েই হানো অমিতবেগ
স্বপ্ন-স্বর।
স্পন্দিত আলো ডুবে শেষ হ'লো
বেধে গেলো কী যে হুলুস্থূল
কেঁপে কেঁপে ওঠে এ-সাজঘর।

এখন তাহ'লে ঝিমানো স্নায়ুতে আসুক ঝড়
বলবো তবু তো বিকেলের মেয়ে
করেছিলো কতো মায়াবী সাজ
গন্ধ-ছিটানো পর্দা তুলেছে গ্রীন্-রুমের
পাদ-প্রদীপের সমুখে ভেঙেছে কুমারী-লাজ।

এখন সে-সব মণ্ডপ ভাঙা,
নিবেছে সে-বাতি গ্রীন্-রুমের।
অভিনয় পালা শেষ হয় যদি
শুরু হোক লীলা মনস্থনের।

সময়ের পাখি

মাথায় ওদের নীল আকাশের ছাতি
উড়ে চলে ওরা উদয়ের থেকে অস্তের দিকে রোজ
মানুষ দেখেছে নিত্য তবুও মানুষ পায়নি খোঁজ
এরা কি বলাকা? এরা শকুনের পাঁতি?
এরা কি আদিম স্ফুলিঙ্গ সেই সৃষ্টির আগুনের
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত ফাগুনের
গলায় ওদের অবিরাম দোলে ষড়্‌ঋতু ফুলমালা
রবি-রশ্মির খর গতিবেগ ওদের ডানায় ঢালা?

প্রত্যহ এক পাখি উড়ে আসে
প্রত্যহ চ'লে যায়—
মানুষের আয়ু থর থর কাঁপে
চঞ্চল দু'ডানায়
মহাচেতনার গোল গবাক্ষে
নিত্যই ব'সে দেখি
কেন আসে এরা কী এমন কাজে
কেন চ'লে যায় এ কি?

একটি পাখায় দিবালোক ওড়ে
আরেক পাখায় রাত ঢাকা পড়ে
দিনে-রাতে মিলে প্রবাহের তোড়ে
কোথা যে গিয়ে হারায়!
প্রতি দিবসের মরু-পার-ছলে
সারাটি বছর এরা দলে দলে
কোলাহল ক'রে কেন আসে আর
কোন্ অদৃশ্যে যায়
সবার চেতনা সচকিত ক'রে দু'খানি পাখার ঘায়?

কতো দিন গেলো, কতোগুলো পাখি ?
কতো রাত সেও কেউ গোনে তা' কি ?
[নেপথ্যে কেউ আছে কি একাকী ?]
সবার জীবন এ-ভাবেই যেন
চলছে নিয়ত মাপা !

...মনের জান্‌লা ভেজিয়ে দিলেই
সব প'ড়ে যায় চাপা।

সকাল : কুমারহট্ট

বহুদিন পরে এখানে কে এলো ?
সকাল বললো—শুভদিন ভেল ;
প্রতীক্ষা ক'রে আছে বুঝি এক অমূল্য অর্জন।
সূর্যের হাত পড়েনি বাগানে—আবছায়া নির্জন।
হলুদ ঠোঁটের শালিকেরা চরে পুকুরপাড়ের ঘাসে—
তৃণ খুঁটে-খুঁটে কী যে খুঁজে পেলো,
তারাও বললো—শুভদিন ভেল !
জল-ছলছল ঠাকুর-দিঘিতে আকাশের ছায়া ভাসে—
উড়ো-উড়ো শাদা মেঘের আড়ালে সকালবেলার চাঁদ
যাই-যাই ক'রে তবুও যায় না উপভোগ করে কুড়েমির আস্বাদ
ঝরা পাতা যতো ঝাঁট দিয়ে-দিয়ে জড়ো করে দেখি মালি,
আনমনা চোখ চেয়ে থাকে আর মন হ'য়ে যায় খালি।
আড়ালের ঐ গাবগাছটায় ভাঙা পাঁচিলের পাশে
কোঁচানো ডুরেটি ঝুলিয়ে রেখে কে সোজা ঘাটে চ'লে আসে ?
গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী কে ধনী মাজিছে গা,
হালিশহরের পুরোনো ভিটের ভাঙা ও-জানালাটা।
মো-যদি-সিনাই-আগিলা-ঘাটে-আর-ঘাটে-পিয়া-নায়
এমনি একটি দিঘির সকাল জানালায় ডেকে যায়।

খর্জুর বন, হে নির্জন

খর্জুর বন, হে নির্জন
অর্জনে দাও ভ'রে
আমার এ মন, আমার এ দুই হাত
হে ধ্যানীসম্রাট্ !

পড়তি বেলার যে-গুঞ্জন
নীরব নাটের খেজুর ছায়ায় ডাকে—
রঙের রেখায় আঁকতে শেখায়
ধূসর দূরের কপোল-কল্পনাকে—
সুদূরের ধ্যানে সুর তোলে যেই মেদুর মন—
খর্জুর বন সে-গুঞ্জন
শুনেছো তো তুমি সব।
আজকে কতোটা রিক্ত আমি যে
ঘাটতি পড়েছে ভাবের খনিজে
দাও কিছু আজ যতো দেওয়া সম্ভব।

দুই হাত ভ'রে দাও কিছু দান
গল্প কিংবা অনন্য গান
কিংবা রম্য বলো কিছু কথা, হে গাল্পিক !
স্বগতভাষণে নির্জনতম প্রজল্পিক !

পায়ে দড়ি বেঁধে ওরা কারা ওঠে ?
—মোটা প্রয়োজন পাখীদের ঠোঁটে !
গাছে উঠে ভাঁড় বেঁধে নেমে চ'লে যায়
বিকিয়ে বিকেল সন্ধ্যার এ ছায়ায় !
ভাঁড়কে ভেবেছে দিনের পণ্য
রসকে ব্যাপারে করেছে গণ্য
ওরা ব্যাপারের বশ।

আমার কিন্তু আরেক গল্প
ভিন্ন আমার রস।

ব'সে ব'সে দেখি এপাশে ওপাশে
গুটি গুটি যতো ছায়া নেমে আসে।
দূরের আলেয়া নেবে আর জলে আঙ্রার মতো চোখ
খ'সে খ'সে পড়ে যতো ভীতি আর ভাবনার নির্মোক!

ছায়ারা বলেছে, কী করো এখেনে?
মন তবু বলে—দেখেনে, দেখেনে
কোনো ছবি কোনো ধ্বনি ছায়াঘন
কোনো ধ্যান, রস, রং!
ছায়া-নির্যাসে গড়া যায় যাতে কবিতা এক চরণ!

ফিরবো না আর সন্ধ্যা হোক,
ফিরবো না আর রাত্রি হোক,
আসবে না ঘুম খোলা রবে চোখ
নিয়েছি তাই শরণ!
ভরো ভিখারীর হাত!
খর্জুর বন, হে নির্জন,
হে ধ্যানীসম্রাট্!

অনুচিন্তন

ভরসন্ধেয় বাদুড় যখন বেরোয়
অত্বর বেগে আকাশের নীল মন্থর পাখে পেরোয়—
আলো ক'মে এলে দিনের পাখিরা নেমে আসে যেই কুলায়ে
গৃহকাজ-সারা অবসর দেয় আনমনা মন ভুলায়ে
শহুরে আকাশে ঘুড়িগুলো সব একে-একে যেই নাবে
ছাদের আল্‌সে ধ'রে সে তখন কোনো কিছু যদি ভাবে—
সেই ভাবনাই আমার দু'চোখে রাত্রিরে আনে ঘুম
ঘুমের স্বপ্নে আনে এক ঝাঁক রূপকথা মরশুম !
সে-ছায়াই ক্রমে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, হ'য়ে যায় নিঃঝুম।
সে-ছায়াই ডেকে আনে কোন ফাঁকে
ছায়া-রেণু-ঝরা শ্যামা সন্ধ্যাকে—
সাঁঝের দীপের শিখার শিখরে জমে কাজলের ধূম—
তখনো কি ধরা পড়ে নাকো তার মনে কোথা জাগে মরু,
কোথা জাগে দ্বীপ সজল শীতল, কোথা জাগে ছায়া-তরু ?
হলফ্ ক'রেই ব'লে দিতে পারি—ধরা পড়ে, ধরা পড়ে .
একা-একা সেও ভোগে নিশ্চয় সারা রাত স্মৃতি-জ্বরে।
সকালে আবার কাজের প্রবাহে
সেই সব স্মৃতি কোনখানে যায় ভেসে !
সন্ধে হ'লেই মন ওড়ে ফের
পুরোনো কথার জাবর কাটার দেশে।
চিন্ময় চিরকালের জমিতে শুরু ফের পদচারণা।
দুর্নির্ণেয় জাদুর গণিতে
প্রাচীন ছন্দে নবীন ধ্বনিতে
পুন-পুন একই অনুপাতে অবতারণা !
অবাক্ কাণ্ড ! বুঝিনে কিছুই, ভেবেও পাইনে দিশে—
ধ্যানে অনুচিন্তনের ছায়ায়
ভাবনা আমার তার ভাবনায়
একাত্ম হ'য়ে কখন যে যায় মিশে !

প্রেমোত্তর প্রেম

যেখানে তুমি চলেছো তার উদার পথঘাট
কখনো তাকি অন্যমনা করেছে সহজেই
তোমাকে, তুমি জানো না কী-যে আলো-ঝরার ছাট
ভিজিয়ে ভিতু মেয়েকে যতো তোমাকে সে খোঁজেই।

কাজলা মেঘ খোঁজেনি সে কি মেঘের রং দিয়ে
ভিজিয়ে চুল বুলিয়ে তুলি ভুরুর বাঁকা কোণে
পথের ধারে কেয়ার সারি গন্ধ উপচিয়ে
আনেনি কোনো বিগত দিন তোমার আনমনে ?

তোমার আনমনের বালুচরের শ্যাম-রেখা
ডেকেছে তাকি বলেছে—'এসো…' (বাহার-করা ফ্রেমে
জলের রঙে আঁকা সে ছবি, চকিত ক'রে দেখা—)
'পালিয়ে ঘর হে যাযাবর, বাঁধবে বাসা প্রেমে।'

চলতি প্রেমে শান্তি নেই চলার সুর শুধু ?
সেকথা মিছে। নেই কি ঢের অচেনা পথঘাট
নেই কি নব গৃহস্থালী, অদেখা মাঠ ধু-ধু
নতুন কতো মেলায় কেনাবেচার কতো হাট ?
আগল-দেয়া বাসরে ব'সে ঘামানো মিছে মাথা
যাক না উড়ে চার দেয়াল, জান্‌লা, দোর, বাতা…
বাসর ভেঙে আসর হোক ; শোবার ছোটো খাট
প্রসার পাক ; ছাড়িয়ে ঘর নিখিল হোক বঁধু।
একথাটুকু বুঝেছি যেই দিয়েছি হাতে হাত
বাঁধে না নীড় যে প্রেম বড়ো মনকে করে মাঠ—
সেখানে জমে নিত্য নব আনাগোনার মধু।

জীবন-জিজ্ঞাসা

অনেক দিন হৃদয়লীন যে-সব ইচ্ছার
কোরক ছিলো নীরব বুকে সে কার পৃচ্ছায়
জাগলো আজ জানালো দাবি, শুধালো তারা—কই ?
আরেক মন বোঝালো, 'ওরা গেছে জনমসই।
এখন শুধু আঁধার-তলে বাঁধার ক্রন্দন!
পঙ্ককেই করলে পুঁজি ছেড়ে কি চন্দন ?'
তখন বলি, 'আমি যে চাই বাঁচার মতো আলো।'
শারদ মেঘ বলে, 'তা ভালোবাসায় তুমি জ্বালো—'

অতীত ব'লে প্রতীত যারা
আসলে তারা যায় না কোনোদিন
আবার আসে ; আসেই আসে ফিরে।
'আকাশে শোনো কিসের স্বর—'
একথা ব'লে চ্যাঁচায় আশ্বিন
শুভ্র দূর মেঘের মন্দিরে!

'নিজেকে দাও ছড়িয়ে তুমি. ছড়াও তুমি ফের,
প্রসার কর অন্তরের অবরোধের ঘের ;
জীবন ভালোবাসতে শেখো, বাসতে জানো ভালো
আবার ফিরে সকলি পাবে হারানো যতো আলো।'
এ-কথা ব'লে স্তব্ধ হলো শুভ্র মেঘলীন
ভালোবাসায় ফিরে আসার অধীর আশ্বিন।

ডাকপাখি

এখনো কথার ভোরে ডাকে তবু একা ডাকপাখি।

যেখানে চেতনা আর নতুন দিনের শুরু হয়—
সেখানে রাতের শেষ, অনিশ্চিত উদ্যত সময়
ঘুমের শিখর থেকে জাগৃতির ঢালু খাতে বয় ;
ঘোর-ঘোর সে কথার ভোরে
ক্ষুধিত কান্নার স্বর—সরু স্বতো ধ'রে
ক্রমাগত ডাকে শুনি একা ডাকপাখি।
কী সে ডাক ? গান তাকি ?
গানই যদি হয় তবে কী যে তার মানে
প্রাণ অন্তত তার কিছু-কিছু জানে
সব জেনে গেলে তবু জানবার যতো থাকে বাকি
জীবনের বাকি দিন সে-হিসাব নিয়ে প'ড়ে থাকি।
সে-পাখিকে চেনো কেউ, জানো কি ঠিকানা ?
আধো-আধো চেনা মুখ, অন্ধকারে হয় লেনা-দেনা···
রাত্রির শিশির মেখে চেনে তাকে হৃদয়ের শাখী !
অনেক কথার ভোর ডাকে ডাকে ভ'রে রাখে একা ডাকপাখি।

হৃদয়েরই গাছে তার আছে কোনো নীড়
বুকের কোঠায় তাকে ঢেকে রাখে এক ঝাঁক পাতাদের ভিড়।
আবছায়া ভোর এলে কুয়াশার আড় থেকে দেখেছি সে-পাখির শরীর।
সোনা-রং সে-পাখির ডানা দুটি আগুনের শিখা
তীক্ষ্ণ চঞ্চু, রক্তাভ চিবুক—
ডাক তার খেলা কিংবা হবে কোনো দুর্জ্ঞেয় কৌতুক !
সে-ডাকে যে আবহের মাঝপথে শিশিরের জল
থেমে থাকে ; শির-শির করে ত্রাসে ঘাসেদের প্রাণ ;
সে-ডাকে যে জ'মে যায় ধমনীতে শোণিত তরল ;
সে-ডাকে স্তম্ভিত হয় ঝিঁঝিঁদের মূঢ় একতান

সে-ডাকে যে হ'য়ে ওঠে পতঙ্গের কামনা উৎসুক
সোনা-রং সে-পাখির ডানা যেন লেলিহান আগুনের শিখা,
তীক্ষ্ণ চঞ্চু, রক্তাভ চিবুক।
বুকের কোটরে ব'সে তীক্ষ্ণ চঞ্চু বিঁধে-বিঁধে তন্তু খুঁটে খায়
তৃষ্ণা মিটায় তপ্ত রক্তের ধারায়।
ধমনী ও শিরা টেনে সেধে-সেধে প'রে নেয় সখ্যতার রাখী।
তাড়াতে চেয়েছি তারে এড়াতে চেয়েছি যেই নিশি-পাওয়া ডাক
অমনি যে তোলে মাথা নিয়তির মতো নিত্য বিস্ময় অবাক্!

তাকি কভু হয়, আরে, কভু হয় তাকি ?
একান্ত নিষ্ঠুর ক্রূর অত্যাগসহন তবু সেই ডাকপাখি।

যে-কথা হয়নি বলা, যে-ডাক হয়নি ডাকা আজো
হৃদয়ের তন্ত্রীতে তারি যতো মূর্চ্ছনা

টন্‌টনে ব্যথা নিয়ে হে পাখি নানান্ সুরে
একটানা বাজো—

সে-ব্যথা-কাহিনী শেষ হ'লো নাকি আজো ?

যাদের রেখেছি দূরে···ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন
সবারে করেছি পর, একমাত্র মেনেছি আপন
নিকটের প্রান্তর, সুদূরের অরণ্য গহন।
তবু তো নিস্তার নেই
সেখানেও পিছু নেয় মূঢ় তার ক্রূর সম্মোহন।
সহে না, সহে না আর, বুকের বিবর থেকে ডাকে সেই পাখি—
সহে না কো অন্তরাল, সর্বদা কাছে-কাছে থাকি
যদিও ফেলেছি ঝেড়ে অতীতের প্রীতি-পরিচয়
বিবর্ণ যতো দাগ ; কে কবে দিয়েছে বেঁধে সেধে-দেওয়া রাখী
ভুলে গেছি ; ফেলেছি সে-সব সঞ্চয়—
বুকের পরতে তবু ঢেকে রাখি এ-পিশাচ পাখি।

এবার করেছি ঠিক আর নয়, নয়—
বুকের বিবর থেকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে

হত্যা তাকে করি এই ভয়ঙ্ক তিমিরে ;
ইচ্ছা ঠেলা দেয় কই পারিনে তো তবু,
হাত ওঠে নাকো তাই থাকি জবুথবু,
অবরুদ্ধ হৃদয়ের পঞ্জরের ফাঁকে
ডাকে, তবু ডাকে—
আমৃত্যু সে পিছু নেয়, যাতনায় জ্ব'লে যায় প্রাণ,
আমি চলি সেও চলে—
কারো মুখে কথা নেই—চলা তবু চলে অফুরান,
নিরুত্তর, অরুন্তুদ, আশ্চর্য একাকী !
এ-জীবন হবে শেষ তবু কি মিলোবে রেশ
অবিশ্রাম ডেকে যাবে এ-ডাকাত পাখি ?

একটি গাঁয়ে দু'টি ভোর

জান্‌লায় এলো রোদের পাখির ঝাঁক
পুব-চমকানো আলোর খবর ঠোঁটে—
জাগো জাগো সুরে কে দিলো প্রভাতী ডাক
সকালের ঘর ঝলমল ক'রে ওঠে।

ময়ূখমালায় মেলেছে কলাপখানি
দিনের ময়ূর শিশির-কোমল ঘাসে !
প্রভাত-বাসরে রাত হ'লো রাহাজানি,
শেফালী শিথিল ঝরলো কি তাই ত্রাসে ?

কাজের তাগিদে ক্রমশ জাগলো পাড়া
একা ব'সে দেখি খোলা জান্‌লার কোলে
গয়লানি এলো শুনি দোরে কড়া নাড়া
এখুনি শান্তি ডুবে যাবে কলরোলে।

পশ্চিমী মেয়ে নিটোল মেদের ঢেউ
তুলে হাটে চলে সব্জী-পশরা নিয়ে।
বাঁক-ভারে বেঁকে পড়ে হাটুরেরা কেউ
কাঁকালে কলস ঘাটে চলে বৌ-ঝিয়ে।

পণ্য-বোঝাই গঞ্জের গরু-গাড়ি
কাঁচা পথ দিয়ে খঞ্জেরি মতো চলে
একবাসা বধূ স্নান সেরে ফেরে বাড়ি
ভিজে শাড়ি থেকে জল পড়ে গ'লে গ'লে।

দুটো রাস্তার মোড়ের দোচালা ঘরে
দোকানী খুলছে মুদিখানাটার দোর;
মাঠে যেতে চাষী কুশল প্রশ্ন করে—
দোকানীই তার মহাজন সুদখোর।

একই চেহারায় রোজ কেন ভোর আসে
দুর্দশা আর দারিদ্র্য-ভরা গাঁয়ে
কে দেখছে পূবে ক'দণ্ড ভোর হাসে
কানি কুলোয় না ডাইনে টানতে বাঁয়ে।

গ্রাম্য-প্রকৃতি তবু এখানেই অকৃপণ হাতে সোনা
হাটে-মাঠে-ঘাটে নিত্য ছড়াবে এই বুঝি তার পণ—
দুটো দিনই ভালো তারপর শুধু মিথ্যে প্রহর গোনা
আগাছাই বাড়ে, স্তব্ধ এখানে মনের মুঞ্জরণ॥

সূর্য উঠবে ভোরের মফস্বলে

ভোরে ঘুম থেকে উঠি ;
কপালে কে দিলো যেন হিম-হিম হাত—
হেমন্ত-প্রভাত ?
একটি পুষ্পিত দিন ঘাসের গালিচা পেতে হাসে
ঝিরিঝিরি জান্‌লার পাশে।

আঙিনার অঙ্কশায়ী শান-বাঁধা রক
বলে—ছাখো, দূরে হাঁটে কুয়াশার ধোঁয়া—
তাকে ছুঁয়ে খাড়া হ'লো গাছেদেরও শরীরের রোঁয়া ;
পুকুরটা চক্কর দিয়ে গেলো একা এক বক।

রক থেকে নেমে সোজা মাঠে গেলো মন ;
'চুপ, চুপ, শব্দ কোরো না—ঘাসের কার্পেটে দাও পা।'
—পাশ থেকে অশরীরী কে হঠাৎ বলে
মিনতিতে নম্র হয় চারিদিকে ভোরের নির্জন,
শিশিরের বিন্দু ঘাসে টলে।

পা দুটো গলিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত চটিতে
(কিন্তু ছি, ছি, চটি কেন প্রকৃতির পূজার বেদীতে ?)
র‍্যাপার জড়ানো দেহ টেনে নিয়ে চলি মৃদু আমেজের শীতে
খোলা আকাশের তলে, হিম মাঠে, ভিজে-ভিজে ঘাসে
আঙিনা যেখানে চার-দিক-ছোঁয়া প্রান্তর হ'তে ভালোবাসে !
না-ডাকতে উঁকি দিলো কতো গত প্রবাসের দিন—
—'এই যে এলাম ছাখো, মনে চিহ্ন দিয়ে রাখো
ধ্যানস্থিত হেমন্তের এইখানে ভোরে-ভেজা প্রকৃতির পাশে—'
কচি-কচি আলো-আলো হাসা-ভাসা দিন
চেনার চমক দিয়ে বুকে ফিরে আসে
এ যাবৎ ছিলো যারা বিস্মৃতিবিলীন।

পায়ে চটি নিয়ে তবু দাঁড়ালাম ঘাসে-খুশি নরম মাটিতে
কোথা থেকে ওঠে যেন এবার-তাহ'লে-যাই,
এবার-তাহ'লে-যাই সুর- -
ধ্বনিরেশ প্রাণে মেশে, বিধূনিত হয় দূর রোদসী বিধুর।
ভোর বলে—'তুমি থাকো ; আমি আর রবো নাকো।'
স্মৃতির হাওয়াও বলে—'আমি তবে যাই।'
শিশির-আবুশি-ফোঁটা ব'লে ওঠে—'চেয়ে ছাখো. আমি আর নাই'
ঘাস সেও ব'লে ওঠে—'তোমার চটির তলে আমিও গেলাম।
এ হেন কৃপণ মন—কী বা তুমি দিতে পারো নিসর্গের দাম!
আকাশের সঙ্গী নও, সঙ্গী নও শিশিরের, অথবা ঘাসের,
আত্মীয় নও তুমি নরম মাটির—
কে গো, তুমি, কোথাকার—
পার হ'য়ে যাবে কোথা, কতো পথ উজান-ভাটির!'

···ভোর হেসে চ'লে গেলো, শিশির উদ্বায়ী হ'লো,
আবর্তে ঘুরে মরি নাগরিক ধোঁকার টাটির।

ভোর, ঘাস, শিশিরেরা সমস্বরে বলে– 'ওহে,
তুমি মেকি, তুমি মেকি, তুমি নও খাঁটি।'
মন-বেনে সব মেনে
বুঝি বেশ দিনে-দিনে হ'য়ে গেছে একেবারে মাটি!

সূর্য উঠে ততোক্ষণে আলো-মদে ভ'রে দেয়
আনীল ফেনিল দূর আকাশের বাটি।

গোমতীর ঘাটে—উন্তাসন

নিরালা দুপুর একলা কাটালে শুনতে পাই
নৈমিষ বন ডাকে ঘন-ঘন আজো—
যেন মনে হয় ট্রেনের সময়…বাজো হুইস্‌ল্ বাজো—
নানা যাত্রীর-নির্বেদ-ভরা একতলা সেই ছোটো সরাই, চলো ভরাই।

স্মৃতিতে জড়ানো সরিৎ যেখানে একান্ত বৈদিক
পুরাণের পাতা যেখানে ছড়ানো
ইতিহাস ব'লে মানো নাই মানো
কিংবদন্তী নেয় যদি মন ভাসিয়ে নিক।
সত্যযুগের পূত ধূলি, পথ, ঢালু যে-তীর
কাছের গোমতী, দূরের ব্রিজ—
নিখিল দৈব পদরজকণা
প্রতি রোমকূপে ভ'রে কি নেবে না?
মানস-শ্রোত্রে নেবে না কি ভ'রে পবিত্র বেদমন্ত্র বীজ।
ঝিল্লিমুখর ঝোপজঙ্গল স্তব্ধ ঘাট
ফিরে-ফিরে করে সনাতন সেই সত্য পাঠ
ঘাটে ব'সে দেখি কাঠের পাটায়
গ্রামীণ রজক কাপড় পিটায়
সাঁৎরে চলেছে ডুব-জলে কোনো গেঁয়ো যুবক
জলের কিনারে পা দুটি ডুবিয়ে দণ্ড গুনছে তাপস বক—
দূরেই ব্রিজ। দুপুর জাগিয়ে একটি ট্রেন নিত্য যায়—
কোলাহলে ছিঁড়ে গ্রামের অলস আংরাখায়
তারপরে সব আবার চুপ, ফের ফুটে ওঠে স্তব্ধ রূপ,…অমিত ধ্যান,
শান্ত বুক। ছড়ানো পাখায় নিথর আকাশে ভাসার সুখ!
আকাশে, মাটিতে, জলে, অন্তরে সমাহিত-থাকা সত্যযুগ!

মুখোমুখি হ'য়ে চেয়ে থাকে কে যে সারাক্ষণ
পুরাণ আগম এরই কাছে আছে?

কে তুমি প্রাণের এতখানি কাছে
কে তুমি অতীত মনের মন ?
প্রত্নোকের পার থেকে শুনি ডাক দিয়ে যায় সত্যযুগ
পাষণ্ড মন তবু কেন থাকে অনুৎসুক ?
মুখোমুখি চোখ অপলক হ'য়ে চেয়েই রয়
বনে-অম্বরে মন্দ্রস্বরে ঘোষণা হয়—
'খুঁজেছো আমাকে পাওনি কো তবু
মেনেছো কত যে মিথ্যা প্রতিভূ
ওরে দুর্মেধা, বিমুগ্ধ, ভ্রমী, দণ্ড দুয়ের আগন্তুক,
কপটসততাকামী—
ভালো ক'রে ছাখ, রাখ চিনে রাখ ;
এ যে আমি সেই আমি।'

কবিতা-কে

দীপের আছে নটিনী শিখা, রাতের আছে তারা
দিনের আছে হাজারো কাজ অকূল দিশাহারা
আমার আছো কে তুমি যাকে, কবিতা ব'লে ডাকি
প্রতিবারেই আমাকে তবু কেন যে দাও ফাঁকি
আকৈশোর প্রাণের টানে আবার ছাখো এসেছি—
আমাকে খালি ছলনা ক'রে কী সুখ তুমি পাও ?
নারীকে ভালোবাসার আগে তোমাকে ভালোবেসেছি
কী ক'রে তুমি সেকথা ভুলে যাও ?
স্পর্শে প্রাণ হর্ষে ভরো আবার, ওগো আবার ;
অধমে দাও প্রতিশ্রুতি নতুন ক'রে পাবার।

পরা-প্রেপ্সা

এ-ঘর থেকে হারিয়ে গিয়ে, এ-বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে
এ-দেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মন
মেশাই যদি আরাধ্য আর অধীর আরাধন
সে-যোগফলে তাহ'লে যাকে পাবো—
সেই তো আমার চাওয়ার তুমি,
অনন্ত যৌবনের ভূমি!
পাবো তোমায় যেমন ক'রে চাবো।
এ-ঘর থেকে হারিয়ে গিয়ে ও-ঘরে যেই যাবো।

অনেক দূর আগিয়ে গিয়ে দেখবো আরো দূরে
নিষেধ যতো পাঁচিল-ঘেরা সমূলে সব ভাঙা—
'কে তুমি যাচো পিপাসা-জল, ব্যথায় বুক রাঙা?'
অনেক বাধা ভাগিয়ে দিয়ে পুরনো সাধা স্বরে
ডাকবে সে কে?— চেনা গলার গান—
সেই দীপকে পুড়বে যতো মুখোশ-মোড়া ভান!
নেবে কি টেনে তখন কোনো ছড়ানো দু'টি আশ্রয়ের বাহু?
দেখতে পাবো কাছেই এক বিশ্বাসের সমীপ আছে জেগে!
হাতেরই শুধু নাগালে নয়, বুকেরও চেয়ে কাছে—
অশেষ হবে তখন ক্ষণ-পুলক-পরমায়ু
সঞ্জীবনী তোমার ছোঁয়া লেগে।

বুঝবো কালো ছিলো যা সবই আলোয় ভ'রে আছে।

বালামৌ

সমীরণ, সমীরণ, যে-চাঁদের তিথি
আজকে তোমার দ্বারে হ'য়েছে অতিথি—
তুমি তাকে শ্রীঅঙ্গের অঙ্গীকারে নাও।

বরুণা তোমার দিঘি বারুণী বিশাল—
প'ড়ে আছে বুকে তার ছায়ার তমাল—
তাকে নয়, তুমি তার ছায়া শুধু পাও।

সমীরণ, সমীরণ, বলো তবে, বলো—
বরুণার বুক কেন হ'লো ছলোছলো—
তাকে ছুঁয়ে বুকে ছায়া-তমাল দোলাও।

বরুণা, বরুণা, আর কেঁপো না অমন
তরুণ তমাল খোঁজে বরুণিম মন
তুমি সখি, বুকে তার তিয়াস জাগাও।

নিশাপতি, নিশাপতি কুমুদের বুক
চন্দ্রিত যে-চেতনা করে উৎসুক—
বরুণার আছে চেনা সে-নয়নিমাও।

রাত-নদী, রাত-নদী, আমি ভাসি তাতে
গেরুয়ার রং মেখে একা মন মাতে,
ব'লে ওঠে—মোছে না যা সে-রঙে ছোপাও।

চবুতরা, চবুতরা, বিনিদ রাতের
কাঁপে দূরে ; সিটি দিলো গাড়ি প্রভাতের—
নিলে যতো রাখো তার একটি কণাও।

বালামৌ, বালামৌ, ভোরে ডাকে পাখি—
যে-পাথেয় দিলে প্রাণে যে-স্মৃতির রাখী—
পেয়েছি কি খুঁজে তার তুলনা কোথাও ?

জন্ম ও মৃত্যু

জীবনে আমার প্রথম মৃত্যু হ'লো
যেদিন তোমাকে দেখলাম।
নতুন জন্ম হ'লো যেদিন তোমাকে পেলাম।
আবার আরেক মৃত্যুর সম্মুখীন হলাম জীবনে
যেদিন তোমাকে হারালাম।
কারণ বিস্মৃতি তো মৃত্যুই।
এই মরণের অধ্যায়ের মধ্যেও আবার জন্মের সুলগ্ন
প্রতীক্ষা ক'রে রইলো আমার জন্য।
সমগ্র জীবন-প্রতীতির উদ্বিগ্ন আকাশে
কোনো ধ্রুবজ্যোতি নক্ষত্রের উজ্জ্বল আশ্বাসের মতো
অঙ্কুরিত আমার সেই জন্ম—
যা মৃত্যু-মধ্যগ হ'য়েও মরণাতিগ,
মরণাতিগ হ'য়েও জন্মাভিগ।
নতুন এক জীবন-চর্যার সুলগ্ন এনে দেবে জানি
নিয়তি, আমার নিয়তি—
যখন লৌকিকভাবে মৃত্যু হবে আমার।
এ-মৃত্যুর অর্থ শুধুই নিশ্বাসের বিরতি।
প্রাণের আরতির ক্ষান্তিও যে সেইখানেই
এমন তো কোনো কথা নয়।
শেষের সেই মৃত্যু-লগ্নে দেখো আমি জন্মাবো আবার।
সদ্যোজাতের স্পর্ধা নিয়ে তখন
পুরোনো মৃত্যুকে উপহাস করবে আমার সেই নতুন জন্ম।

অবিচ্ছিন্ন প্রাণের প্রবাহে একটি সঙ্গতি-সূত্রে

বাঁধা থেকে যায় চিরকাল এইভাবে খণ্ড-খণ্ড জন্ম আর মৃত্যু,

মৃত্যু আর জন্ম—ওতপ্রোত, আবহমান, অনুস্যূত।

জীবনের জঙ্গমতাঃ বহঙ্গ

—তারও যাওয়া-আসা যে এই জন্ম-মৃত্যুর পথে-পথেই

এই তার পথ, এই তার শপথ, এই তার পথের শপথ—

কখনো মুহূর্তে বদ্ধ, কখনো চিরন্তনে প্রসারিত।

দুইয়ে মিলিয়ে বৃত্ত—

চংক্রমিত, সখীসনাথ, অনাদ্যন্ত।

একথাই ব'লে এসেছে আমার চিরকালের বিশ্বাস,

একথাই ঘোষণা ক'রে যাবে আমার শেষের নিশ্বাস।

কেন যে এই ব'লেই এতদিন তোমাকে দিয়ে এসেছি আশ্বাস

—সেটা তখনই বুঝবে—

মৃত্যুর পর আরো জন্ম খুঁজবে,

জন্মের পর মৃত্যু।

মিলনের পর যেমন বিচ্ছেদ

আর বিচ্ছেদের পরেও আবার সেই মিলনের ঋতুই।

জীবনে ও জীবনাতীতে আতত, চক্রাবর্তে শাশ্বত।

পিছনে দেখি তাকিয়ে

এই যে পথ রয়েছে তবু কী যেন তাতে নেই—
বৃথাই খোঁজা সবুজে-ভরা হারাদিনের খেই !
কালের বুড়ো লিখিয়ে নিলো দারুণ দাসখৎ
দু'পায়ে ভাঙি পীত পাতার পথ—
প্রশ্ন করি—'এ পথ থেকে কে উঠে গেছে, কে ?'
জমানো যতো সবুজ ছিলো মনে
উস্‌খুসিয়ে উঠলো অন্তরের নির্জনে
শব্দ ক'রে উঠলো—'ওগো, আমি।
আমায় তুমি চেনো না দেখি যে ?'

স্খলিত পাতা মর্মরায়, হলুদে-ছাওয়া পথ—
দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীণ মনোরথ।
পেরিয়ে মাঠ দিকেরা বলে—'যেটুকু আছে শ্যাম
একথা জেনো যোজন থেকে আমরা তাকে টানি।'
…সেদিন নেই ; সবুজ নই, হলুদ হই আমি।
সে-সুর নেই, সবুজ সুর—সুরের মায়াখানি
গিয়েছে উড়ে না রেখে কোনো ছায়ারও মতো দাগ
স্মৃতির গায়ে পাণ্ডু হ'লো ফাল্গুনের ফাগ !

চলেছে ছুটে কালের ঘোড়া আকাশে ওড়ে ধুলো
পড়ে না চোখে হরিৎ কিছু
গতদিনের একটি চেনা ফুলও।
পুনর্বার প্রশ্ন করি—
এ পথ থেকে কে উঠে গেছে, কে ?
এগিয়ে এসে এবারে এক কিশোর বলে—'আমি।
আমায় তুমি চেনো না দেখি যে ?'

চলতে পথ কী যেন ভেবে একটুখানি থামি ;
হলুদ পাতা করি যে জড়ো, বয়স যার নাম—
বুঝেই নিই সবুজ-রীত কতোটা হ'লো বাম ;
অদূরে বুঝি জমাট শীত করলো কানাকানি !
কিশোরে আর সবুজে শেষে সমীকরণ টানি ।

উত্তর-যৌবনিক

ঘর ছেড়ে সেই বেরিয়েছি কবে, বলেছে সবাই—মহিমাচল
দুর্গম বড়ো যাস্‌নে ওধারে দুর্বল তুই ফিরেই চল ।
দুর্মদ নেশা চক্ষে ঘনায়, ডাকে সুদূরের অজানা পথ—
মানেনি নিষেধ, ক্ষীণ-সম্বল দড়ি-ছেঁড়া তবু যে-মনোরথ
এনেছে এ-পথে দুর্দম আশা দুর্বারভাবে প্রায় টেনেই ।
শপথ নিয়েছি, কবর রচনা হয় যদি হবে এইখানেই ।

ঝুঁকে প'ড়ে খুঁজি কতো পথিকের পায়ের দাগ
সাম্‌নেই ওরা গিয়েছে সবাই, ফেরেনি কেউ—
ফিরতি পায়ের চিহ্ন এখানে কোথাও নেই—
সেই সব দাগ রয়েছে আজো তো মোছেনি তাদের কালের ঢেউ—
হয়তো বা কেউ শ্রান্ত হ'য়েছে মাঝপথেই—
বহুদূর গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে সে-পথচারীর পায়ের দাগ,
তাদের রক্ত ধূলি মিশে হ'লো পথের ফুলের রাঙা পরাগ !
হয়তো বা কারো কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে অদূর গুহা-কোণেই
হায় রে নিয়তি, আরেক পান্থ সেলাম জানায় এ-পথকেই ।
কবর রচনা হয় যদি তার হোক না তাহ'লে এইখানেই ।

দিনের আলোয় মায়া পাইনে কো, রাতের ছায়ায় স্বপ্ন নেই—
নেতি নেতি ক'রে আসা গেছে দেখি অনেক পথ—

খাড়াই এখন চড়াই সাম্‌নে যে-পর্বত
ক্ষমা করে না সে—তার মনে কোনো করুণা নেই।
মমতার একজোড়া চোখ পথ দেখায় নাকো—
কবর রচনা হয় যদি হোক এইখানেই।

পুরোনো যে-প্রেম ছোঁয়া দিয়ে সোনা করতো মন
একদা, আজকে ঝ'রে গেছে তার সে-শিহরণ।
সে-পথের থেকে স'রে আসা গেছে অনেক পথ
এখন পথের নিশানা দেখায় যে-পর্বত
ঊষর পাষাণ—নিঠুরের মনে ক্ষমা যে নেই—
ফিরে দেবে না সে মধু-অতীতের একতিলও
সাম্‌নে কোনো কি নতুন লক্ষ্য এনে দিলো
কাকে যে শুধাই? দিন কাটবে কি শীত গুনেই?
কবর রচনা হয় যদি হোক এইখানেই।

রোদ খুঁজে মিছে রোদন কোথাও পাইনে আর
বিরহ-জাগানো দাপট কোথায় রাত-হাওয়ার?
বদলেছে হাওয়া—অনেক বদল হ'য়েছে মত
খাড়াই এখন চড়াই সাম্‌নে যে-পর্বত
লুব্ধ করে না, কুয়াশা কুহেলী সেখানে নেই—
ভয়াল, কপিশ, দিশারী চোখের ইশারাতেই
আঁকাবাঁকা পথ মর্মর তোলে পথ চলার
কেনই বা আর, কে ভাঙবে এই চড়াই পথ?
দেখে যে জবাব দিচ্ছে পা দুটো প্রতিক্ষণেই
কবর রচনা হয় যদি হোক এইখানেই।

ক্লান্তি

এ-ক্লান্তি করে না কোনো কান্নার উদ্বোধ
অন্য এক বোধ
আছে এর গভীর শিকড়ে
যা কেবল ক্লান্ত করে, খালি ক্লান্ত করে।

রোদের প্রহরে
এই ক্লান্তি দিকে দিকে ঝরে।
এই ক্লান্তি রাতের শিয়রে
জগৎ ঘুমায় তবু জেগে থাকে অনিমীল একা।
প্রত্যূষে মেললে চোখ হ'য়ে যায় মুখোমুখি দেখা।

গির্জার গম্বুজে মধ্যরাতে বাজে ঘড়ি
এই ক্লান্তি বিশ্রামের নিদ্রার প্রহরী
নিশীথে নিদ্রার আগে
শয়ন-কক্ষের যেই বন্ধ হয় দ্বার
এই ক্লান্তি হ'য়ে ওঠে ঘরজোড়া রুক্ষ অন্ধকার।
বুকের ওপর নিয়ে শ্বাসরোধী ভার
চেপে থাকে ব'সে
স্বপ্নের যেটুকু সুধা তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে একা শোষে।

টেবিলে যখন বসি সাহিত্যমননে
মুখোমুখি সেও থাকে একা গৃহকোণে
অসীম বিদ্বেষ নিয়ে শকুনের মতো চোখ
একদৃষ্টে বিতৃষ্ণা ছড়ায়—
ভাবনার খেই ছেঁড়ে, কর্মহীনতায় সারা দুপুর গড়ায়।

বক্ষোলগ্ন কাঁটা তবু ফেলে দিতে পারি
কেবল পারি না একে—এই ক্লান্তি মর্মকোষে মূর্ত মহামারী।

আলিঙ্গনার্পিত শক্র—এই ক্লান্তি উন্মাদিনী নারী
প্রণয়-বিমুখ এর সর্বনাশা গাঢ় আলিঙ্গন—
নষ্ট করে সকালের বিকালের দুপুরের নিশীথের কর্মময় ক্ষণ।

চাই না তবুও চাই যতো ঘৃণা করি
যে-ঘৃণার শেষ নাই তবু তাকে নিত্য বুকে ধরি ;
ব্যথার নেশার মতো হারাবার ভয় নিয়ে বুকে
প্রতীক্ষা-প্রহর গুনি সে-ঘৃণার্হ প্রণয়ের ভীষণ কৌতুকে।
স্বপ্নেরো সংবিতে ঠিক অনুভব ক'রে নিতে পারি—
এই ক্লান্তি নিশীথের ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
তিমিরে উৎকীর্ণ মূর্তি অমেয় ক্ষুধার ;
এই ক্লান্তি মর্মকোষে মূর্ত মহামারী !
উন্মুক্ত খড়্গের মতো রক্ত-মাখা ভয়
কখনো কখনো একে যেন মনে হয়।
মাদকের পূর্ণ পাত্র বিষে ভ'রে নিয়ে আসে যে-কিশোর সাকী
সমরতি নিয়ে তাকে ক্লান্তি ব'লে ডাকি।
পাপের শয্যার প্রান্তে তিমির-দেহিনী কোনো বিবসনা নারী—
সে-বেশেও পাই তাকে ; কতো নৈশ-প্রান্তরের অন্তরে একাকী
দৃক্‌পাতবিহীন পায়ে বিচরণ করে—
যতো কালো হাওয়া সব তারার আগুন হ'য়ে ঝরে !
অন্ধকার চিরে-চিরে ক্লান্তি বলে—দ্যাখো এও চেহারা আমারি !
কিংবা বক্ষোলগ্ন কোনো রক্তাক্ত কণ্টক
কিংবা অভিসন্ধি-ভরা হিংস্র দুটি শকুনের চোখ
হ'তে পারে এই ক্লান্তি হাহা-করা প্রাণেরও বিক্ষোভ—
নিয়তিনির্দেশে যাকে নিত্য বুকে ধরি !
তবুও যা-কিছু থাকে মনের প্রাণের,
তবুও যা-কিছু থাকে যোগ্য দানের,
সব দিয়ে গ্রাস তার ভরি।
তবুও পীড়ন চলে, আরো চায় উদরম্ভরি।

বৌ-ডোবা-দিঘি ও ভাঙা মহল

লোক-ইতিহাস কথা ক'য়ে ওঠে এখানে আজো
দুপুর হ'লেই ছায়া-ছায়া ঝোপে বাগানময়
আহত হৃদয়তন্ত্র কি তাই বেসুরো বাজো
চৌধুরীদের বধূর বুকের চাপা নিশ্বাস---হাওয়া এ নয় ;

গুমরে গুমরে ওঠে আর বলে—মরণ ছাড়া যে উপায় নেই !
নতুনবাবুর বৌয়ের কপালে শেষটা ছিলো কি লেখন এই ?
দিঘি বুঝি মূক মন্ত্রণা দিলো, যন্ত্রণা দিলো ঠেলে :
ভোরের পাখিরা ব'লেছিলো—বৌ, মুক্তিই তুমি পেলে !

দণ্ড দুয়ের কে এলে অতিথি, কৌতূহলের কৌতুক নিয়ে আছো—
ক্ষমাহীন এক অন্ধ সমাজ-শাসনের শতপাকে
কিসের তাড়না আত্মহননে বাধ্য করলো তাকে
জানে বাগানের পুরোনো পড়শী বৃদ্ধ অশ্বথগাছও।

অতন্দ্র তীরে বেঁধা সুকুমার জীবন একটি বেদনাময়
কুৎসা রটনা, যতো গ্লানি, লোক-নিন্দা, ভয়
এড়াতে চেয়ে কি মরণ নিলো সে এরই জলে ?
পঙ্গু সমাজ যাকে নিলে না কো, কোল পেতে দিঘি তাকে নিলে ?

অধীর হয়ো না, দাঁড়াও এখানে,
শোনো হাহাকার হাওয়ার রব ;
হয়তো নেহাৎ মামুলি ঘটনা
সে নয় গল্প অসম্ভব।

সে গল্প আর বলবে না কোনো গাঁয়ের লোক
মড়কে ও বানে বিগত সবাই, জীবিত এখন আছে কি কেউ ?
এ-দিঘি-জলেই গ'লে মিশে আছে ব'লে প্রবাদ
চৌধুরীদের বড়ো তরফের সোনার প্রতিমা 'নতুন বৌ'।

হঠাৎ হাওয়ায় শ্বাস ছাড়ে যদি চৌধুরীদের ভাঙা মহল
হঠাৎ হাওয়ায় কেঁপে ওঠে যদি বৌ-ডোবা পানা দিঘির জল
স্মৃতির শিহরে কেঁপে ওঠে বোবা মরণ-ঝিল
দুপুর কাটিয়ে ডেকে যায় যদি দূরের চিল
বুক চিরে-চিরে কান্নার মতো করুণ ডাক
বলবো না আর থেমেছ গেলাম এখানে থাক্
বাকিটা বলুক চৌধুরীদের ভাঙা পাচিল।

ধ্বংসে-পড়া সেই গোল বুরুজের ভাঙা নহবৎখানা
ওর পাশ দিয়ে যেয়ো নাকো তুমি, না, না—
আস্তে পা ফেলো, ঘুমোয় করুণ কান্নার মতো মেয়ে
এত বছরেও ভাঙেনি কো ঘুম, খ্যাখেনি সে চোখ চেয়ে—
স্বপনিত তবু আজো সেই নহবতের স্বর
একা-একা ঘোরে আকাশে বাতাসে—স্মৃতি নিয়ে বায়ু আজো বিধুর।
আস্তে পা ফেলো পথিকবর,
ওখানেই ছিলো ঘড়ির ঘর
এখান থেকেই দেখা যেতো দিঘি,
দেখা যেতো তার জলটুঙি—
বৌ-ডোবা দিঘি ক'রেছে তা' গ্রাস বহুদিনই।
হরিণ-বাড়ির হাজারো কাহিনী চৌধুরীদের অত্যাচার...
নীরব নিয়তি ক্ষমাহীনভাবে আজো করে চুল-চেরা বিচার,
ডাকাত-ডাঙাটা ডানদিকে রেখে
দুরু-দুরু বুকে কাটিয়ে পাশ
হরিণ-বাড়ির জঙ্গল পাশে, সেখানে শুকনো পাতার রাশ
দু'পায়ে মাড়িয়ে চ'লে যাও যদি আরো
কিংবা সেখানে বসতেও তুমি পারো।

সেখানে না যদি বসো যেয়ো তবে
পাচিলটা ঘেঁষে আরেকটু পুবে
খড়কে ডুরেটি প'রে যায় ও কে?
খিড়কি দিয়ে সে আবছা আলোকে

চললো দিঘিতে তখন ভোর
বাগানে তখনো কাটেনি ঘোর
তারপর ভাঙা দিঘির ঘাট
ঢেউয়ের বিছানা জলের খাট
সারা তনু-মন জুড়োনো ঘুম
সে-দিঘির কালো জল নিঝুম
কলস ভরার একটু আওয়াজ…
কালো জলে ওঠে কী ঝিলমিল !
ঠিক দুপুরের ভূতের ঢিল
ভয় তো করো না, তবু ভয় পাবে—
খালি মনে হবে, খালি মনে হবে
হঠাৎ হাওয়ায় ভাঙা দরোজার খুলছে খিল।

ঘটনা এখানে বহুদিন ধ'রে হ'য়ে আছে আজো কথা
অনুভবে ছুঁয়ে দেখো সেইখানে কান্নাহীন যতো ব্যথা
উপশম খুঁজে দুপুর হাওয়ায় ঘোরে,
আসে আর যায় প্রশ্ন শুধায় ভাঙা আগলের দোরে।
ওধারে যেখানে গোচারণ ছিলো
আজকে যেটার চিহ্ন নেই
খুঁড়লে হয়তো বেরোবে হাড়
মড়কে হ'য়েছে সব উজাড়
ছায়া খুঁজে-পেতে বসতেও পারো সেইখানেই।
বসতেও পারো ঐ তো রয়েছে দিঘির পাড়
এখনো রয়েছে সেইখানে মরা গাছের হাড়
দাঁড়াবার ভানে খাড়া হ'য়েই।

চৌধুরীদের ভাঙা বাড়ি ডাকে, ছাতি-ফাটা ডাক—শোনোই না ;
এ-ডাক না শুনে যেতে যে নাই ;
শোনার রয়েছে অনেক গল্প, সারাটা দুপুর এসো শোনাই।

কালান্তর

রাত্রি ও আমি একা—
ব্যবধান তবু থাকে রাশীভূত ফেনপুঞ্জিত শাড়ি!
মুছে গেছো ঘুমে; কোন মরশুমে পাবো যে আবার দেখা
ভেবে ভেবে ধ্বসে তূর্ণগ স্রোতে চেতনার বালিয়াড়ি!

রাত্রি ও আমি একা—
চাঁদের শরৎ খুঁজে ফেরে কাকে সুদূর আকাশ ঘুরে
মৌন পরিখা পার হয় তার প্রশ্নোচ্ছল পাড়ি
বুকের রবাব জবাব ছায় না নূপুরের ঘুম-সুরে!

রাত্রি ও আমি একা—
ভাবনারা সব আবর্ত হ'য়ে ভেসে গেলো কোন দেশে
জাগর-দ্বীপের সীমানা পেরিয়ে সফেন সাগরে, দূরে—
ঘুমের গভীরে, সব জল এসে হয়তো যেখানে মেশে!

রাত্রি ও আমি একা—
যদিচ রয়েছো পাশে, মনে হয় অতীতেই ছিনু দুঁহু
আজ নেই তুমি, থুড়ি, মুছে গেছো ভালোবেসে ভালোবেসে
একথাই বলে তোমার ঘুমোনো মুখ চোখ মুহুমুহু!

রাত্রি ও আমি একা—
যে-রাতের শেষে শয্যা উঠবে আবার যুগল হবো
অভাবের ঘরে নিতি কাক ওড়ে চিল পড়ে! নেই কুহু।
ছোটো ছোটো ঢের ক্লান্তি, মৃত্যু ঘাড় পেতে ফের স'বো!

কাল গেছে, বিশ্রম্ভের মানে নয় আর 'আহা' 'উহু'—
নই সে-নাগর রজনী জাগর নয় তাই অভিনব।

কোনো নারী-নিসর্গের প্রতি

তুষার-তনু পাহাড় উঁচু। উত্তরের শেষ—
কল্পনার মালভূমির দেশ—
শুধালো মন—কে আছে আরো উঁচু তোমার চেয়ে
সে কোনো আরো উচ্চচূড়া আদর্শের ?
অন্যতর অথবা কোনো মাটির মৃদু মেয়ে ?
প্রশ্নটা কি শুনলো কেউ ? দাঁড়ালো এসে ধবল-চূড়া ছেয়ে
কোন মানসী মূর্তি এক মনের শত ইচ্ছাতে রঙিন—
'অভীপ্সার প্রতিকৃতি !—অতিকৃতি, অতিকৃতি—'
চেঁচিয়ে ওঠে অবাচী দেশ তরাই দক্ষিণ।
'সুদূর কোণে আমি তো প'ড়ে রয়েছি হ'য়ে নিচু ;
নাবাল সমতলের গায়ে রয়েছি হ'য়ে লীন ;
উত্তরের ঈর্ষা তবু আমার পিছু-পিছু
ডুবতে ছোটে অতল-তলে সাগর-মোহানায় !'
···ধবল চূড়া-শীর্ষে দেখি মূর্তি স'রে যায় !
তখনি বুঝি অভীপ্সার হয়েছে ভরাডুবি
দুঃখ হয় খুবই।

সমুজ্জ্বলা প্রকৃতি যেন নিমেষে মুখ কালো
করলো আর মরণ-মেঘে লুকালো মুখ আলো !
অবাক্ হই—এ কী এ অনাসৃষ্টি !
মেঘলা ভারি আকাশ আর পৃথিবী-জোড়া বৃষ্টি
সে-কথাটুকু বুঝিয়ে দ্যায় যে-কথা বোঝা শক্ত,
সাপের মতো সোহাগ যার, পাপের মতো মিষ্টি
জেনেছি তবু হয়েছি তারই মাধুরী-অনুরক্ত।

অবাচী দেশ ডাকলো ফের দক্ষিণের দিন !
যেখানে ছোটে চরণ লঘু হাওয়ায় কে হরিণ,

সেখানে নেমে যাই—
ঘাসের দেশে খেলছে দেখি চপল এক ভালোবাসার মেয়ে
তাকেই উঁচু মানলো প্রাণ মালভূমির চেয়ে—
এখানে সেই তলিয়ে-যাওয়া অভীপ্সাকে পাই—

আসক্তিই শক্তি দিলো, আকাশ দিলো আলো,
চির-চাওয়ার সেতু বেয়েই যা-কিছু পাওয়া এলো—
সকল ছেড়ে নভস্পৃক্ আদর্শের কাছে
একটি মেয়ে সকল চূড়া ছাড়িয়ে দেখি আছে।
মুমুক্ষায় মূর্খ মরা শাস্ত্র-বাণী যতো
কখন দেখি হয়েছে পদানত।

দিশারী হ'লো তখন থেকে তুষার-তনু তার
বুকে পাহাড়, চোখে আকাশ নীল—
অভিলাষের পাখির চোখ হাওয়ার হাত-লাগা
চিনতে চায় দূর বনের পাতার ঝিলমিল !
অন্যমনে জাগছে সেই চিরকালের অভীপ্সার ভাষা
লীলায় তার দেখেছি খুঁজে রয়েছে অনিমীল।
নাম রেখেছি চূড়ালা রানী অনেক চূড়া দেহে
ঝলমলিয়ে স্মরণে আনে উত্তরাশা-দিন—
হৃদয় তবু অতল-তল নাবাল ভূমি বেয়ে
ঘাসের দেশে তাকেই পেলো হাওয়ার দক্ষিণ।

পরিণামী

হাতক দরপনে আকাশ অকূল
দেখে দেখে যে বাঁধলো বৈকালে চুল
কনক কটোরী 'পরে গীমক হার
প্রতি নিশ্বাসে হ'লো কম্পিত যার
নতুন কালের প্রাতে তাকেও তো হ'বে হ'তে
প্রকৃতির এক গোছা বিবর্ণ ভুল—
সময়ের হাতে স্রেফ ভাঙার পুতুল।

নিয়ে গেছে কবেকার কে চোর আষাঢ়
দেহক সরবস গেহক সার
অবেলার আলো-লাগা তন্ময়ী পড়শী মেয়ের
শরীরোত্থ বর্ণ-ফেন মদিরাক্ষ মৌসুমী প্রহরে
অকারণ-খুশি হ'য়ে যখন উছলে পড়ে
দেখি আর মনে আসে সেই ছবি অনপনেয়ের।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান,
কনক কলস ঘন রস ভরি তাই
হৃদয়ে চোবায়সি আঁচরে ঝাপাই॥
ঘর থেকে ঘরে যেতে গাইলে যা গুন্ গুন্ গান—
ভেসে গেলো কেশগন্ধী বৈকালী বাতাসে
তবুও তো ক্ষণ-মোহে প্রাণে গান আসে—
নয়নক অঞ্জন ভ'রে আছে ভুলে
গরবিনী ভাবো শুধু রাত আছে চুলে।
আরো পরিণামী নির্মঞ্জন নিয়ে
অন্য আরো মহারাত্রি রয়েছে দাঁড়িয়ে।
অনাদি অচেনা রাত আছে প্রতীক্ষায়
চুলের—ফুলের—সব দেহের সীমায়।

হেমন্তসন্ধ্যায় : তক্তাঘাটে

একটি মুখ তারকা ধ্রুব উত্তরের
আর যা সবই কুয়াশা নিরবধি।
একটি দেহ্ অন্ধকারে বন্দরের
স্টীমারে জলা অনেক আলো—রাত্রে-বওয়া নদী
হঠাৎ যেন দেখেছি হ'লো আলোয় ঝলমল!
দেখেছি খুঁজে, বুঝেছি এর যায় না পাওয়া তল—
কী ক'রে তবে এ-নদী হই পার?
আকাশ হাসে নীরব হাসি, অমেয় বিস্তার—
লক্ষ তারা-প্রদীপে ঝিলমিল!
একটি তারা হারিয়ে গেলো, কোথায় গেলো খ'সে-
দীর্ঘ সোনা আঁচড় মুছে নিথর হ'লো নীল!
উপস্থিত রয়েছি আমি তক্তাঘাটে ব'সে—
হারিয়ে গেছি তবুও দিয়ে চলেছি গোঁজামিল!

একটি মুখ তারকা ধ্রুব ছড়ায় সংকেত,
সকল ধাঁধা-সংশয়েই নিমেষে পড়ে ছেদ;
সে বলে—'তুমি জীবনভর যা কিছু মরো খুঁজে
চরম ব'লে এসেছো যাকে বুঝে
তোমার কাছে সে-সবই হই আমি।'
··একটি ধাপ গভীর আরো আসংজ্ঞানে নামি।
একটি দেহ অন্ধকারে বন্দরের
নিশীথে হ'লো কী ঝলোমলো দীপান্বিতা নদী!
আর যা সবই স্মৃতির নামে বিস্মৃতিই যেন
জড়িয়ে-ধরা কুয়াশা নিরবধি!
কুজ্ঝটিও স্বচ্ছ হ'লো কিছুক্ষণ ধ্যানে
আকাশ-ভরা মিনতি যেন নিথর হাসি নীল।
জীবনটাকে যে-সন্ধানে ভরেছি দিনে-দিনে
বুঝেছি বেশ, নয় তা গোঁজামিল।

কেল্লার মাঠের ধারে

অদূরে গঙ্গার বুকে জাহাজের আলো আর
উঁচু উঁচু মাস্তলের সার !
আবার আশ্বিন এলো সে কার আসার ?
হঠাৎ জাহাজী ভোঁ-এ আচমকা ধ'রে যায় স্তব্ধতায় চিড়
কয়েক পলক মাত্র—ধীরে ধীরে জুড়ে যায় ফের ;
আমরা তেমনি ব'সে ; আমি আর গাছ আর সন্ধ্যাঘন ছায়া সুনিবিড় !
সব ঘিরে ওঠে এক আলোড়িত কুণ্ডলী প্রশ্নের---
আবার আশ্বিন এলো সে কার আসার ?
ট্র্যাফিক-গর্জন-ক্ষান্ত এ-মাঠের তীরে
ও হাওয়া, হিন্দোল হাওয়া, নির্জনতা ঘিরে
দোল খেয়ে যাও আরবার।

কেল্লার মাঠের ধারে এই তো সে গাছ
উন্মোচিত করেছিলো কবেকার রাতের আঁধার
একটি দুঃসহ দেহে যৌবনের মতো কারুকাজ !
দূরে গিয়েছিলো গ্লানি যা কিছু বাধার !
ও হাওয়া, হারানো হাওয়া, সেই সন্ধ্যা এনেছো কি ফিরে
রজনীগন্ধার-বেণী-দীপ্তি-পাওয়া কুন্তলের অসহ্য তিমিরে ?

কেল্লার মাঠের ধারে এই সেই গাছ
যেখানে এখনো রাত্রি প'রে আসে পুরনো সে-সাজ
সে নৈশ-মদিরা-ক্ষিপ্ত বুকে রক্ত কাণকার নাচ
চলে আজো ; অনুভূতিদের পাখি অন্ধকার নীড়ে
ডানা ঝেড়ে ফেলে স্থায় ঝরা-শিহরণগুলি ছায়াদের ভিড়ে !
ছায়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আড়ি পাতে দূরে গড়খাই !
আকাশ-বিছানো কথা তারাদের চোখে চোখে—
শোনো, এই ডাক দিয়ে যাই।

স্মৃতির অতল থেকে একটি ডালিয়া-মুখ ভেসে ওঠে কার ?
নরম নরম স্বর অস্ফুট ভাষার—
চল্‌তি গোছের পণ, ছল-ভরা গুঞ্জন যাওয়ার আসার
শপথ-শিথিল কিছু ভালোও বাসার !
আজকে এ-ছায়া দিয়ে সে-মুখের ছায়াটুকু প্রাণপণে মুছি ;
কিংবা একেবারে মোছা যায় না তা বুঝি !
স্মৃতি বলে—এখানেই পেলে যে প্রথম—
দেহের অঞ্জলি ভ'রে ঈষদুষ্ণ সোনা-সোনা ত্বকের রেশম ।
রাত, মাঠ, যতো সব অন্ধকার অণু
চিৎকৃত জিজ্ঞাসা তোলে—
এ-আঁধারে ফিরে চাও আবার সে-তনু ?
প্রাণ কিন্তু বোঝে বেশ সেটা অসম্ভব ;
সেদিনের ছিলো যা উৎসব—আজকে তা' শব ।

পুরীর ফ্ল্যাগ্-স্টাফ্ থেকে

আকাশে একটি দৃষ্টি থাকে অপলক,
যে দেখে চলেছে মৌনে সব চরাচর !
খেলে যায় মনে রৌদ্র, ছায়া, বৃষ্টি, মেঘ—
আকাশ-সমুদ্র-ঘেরা ঘোলা-ঘোলা কী যেন আবেগ
পাক খায় মনের ভিতর ।
লবণোত্থ নীলের ঝলক
এনে ছায় চোখের সম্মুখে
সমুদ্রের শেষ নীল যেখানে মিলেছে নীল আকাশের বুকে !
কী এক মিতালি-মন্ত্র জলে শূন্যে এক হ'য়ে নেয় নব রূপ
হে সমুদ্র, হে গম্ভীর তাৎপর্যে অরূপ ।
আকাশে তবুও দৃষ্টি থাকে অপলক—
হে সমুদ্র, হে বিপুল, নীলাম্বের অশান্ত বালক !

নার্সিসাস্

কে যে খালি বলে—'নামো আরো জলে'
শুনে মুখে মাখো আধেক হাস—
মনের শার্শি বন্ধ করোনি
জলেরও আরশি অন্ধ নয়,
নার্সিসাস্ !

পিছু-পিছু ঘোরে ছায়া অশরীরী
ধ্বনি-দেয়াসিনী তোমায় চায়
নার্সিসাস্ !
হৃদয়ে তবু তো ইতরপ্রেমের রাখো না ঠাঁয়
মশ্‌গুল্ শুধু নিজেরই ছায়াকে ভালোবাসায়
নার্সিসাস্ !
একি অভিশাপ, অভিসার নাকি ? ছায়া ভেসে যায় জলের বুকে !
দেবী নেমেসিস্ দিলেন যে শাপ
কিছুতে কি তার নেই কোনো মাপ ?
ধ্বনি-দেয়াসিনী দিকের দেয়ালে বার-বার মরে কপাল ঠুকে !
নিজেরি ছায়াকে আশ্লেষে চাও ? —কঠিন নিয়তি, নার্সিসাস্ !
তৃষ্ণা তোমার কিছুটা বুঝতো জেয়ুসপুত্র ট্যাণ্টালাস !

মৃত্যু তোমার ফুল হ'য়ে আসে, নার্সিসাস্ !
দিকে দিকে ওড়ে গন্ধের মতো মৃত্যু তোমার—শেষের শ্বাস।
বনদেবীদল খুঁজে নিতে আসে সুকুমার তরু রূপের শব।
শব কোথা শুধু পায় তারা মোটে কুসুম একটি— নার্সিসাস্ !
পাখার শব্দে চমকায় দিক্, উড়ে যায় শুধু কারণ্ডব,
চাতক, চক্রবাকী বা ভাস !
ইনিয়ে-বিনিয়ে বন-দেয়াসিনী
কেঁদে কেঁদে খুঁজে কোথাও পায়নি
তোমার তরুণ রূপের লাস !

নার্সিসাস্!
প্রহরায় থেকে চোখ মট্‌কালো শতচক্ষুর কে আর্গাস্!

পুরাণের বহু হারানো পাতার, আত্মরতির কবি প্রাচীন
আমাদের রূপ-কামনার ডাকে যদি ফিরে হও অর্বাচীন!
নিজেরও ছায়াকে প্রণয়ে পাবার
আশা আজ ফের জাগছে আবার—
অন্তত বুঝি সম্ভাবনাটা নয়কো ক্ষীণ।
অণুরা যে আজ অনয় অথৈ
এসো না ভাগ্য পাল্‌টিয়ে নিই
গানে আর ফুলে ভরুক আবার
রোবট্ আর স্পুট্‌নিকের দিন!
সেই সম্মোহে জেগে ওঠো ফের
নার্সিসাস্, কুসুম-লীন!